(দা'ওয়াতে ইসলামী)

সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জীবনী

- অসাধারণ স্মরণশক্তি
- অসুস্থতায়ও রোযা ছাড়লেন না
- আস্তানায়ে মুর্শিদের বিশ্বস্ত মুরীদ
- বেরেলী শরীফে বিভিন্ন ব্যস্ততা
- আ'লা হযরত رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে প্রথম সাক্ষাৎ
- মাযার থেকে সুগন্ধি

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَة

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩	ঘরের কাজে সহযোগিতা করতেন	২৫
সগে মদীনার বাল্যকালের একটি অস্পষ্ট স্মরণ	৪	**সদরুশ শরীয়ার সুন্নাত অনুযায়ী চলার পদ্ধতি**	২৫
প্রাথমিক অবস্থা	৬	নিয়মিত নামায আদায়	২৬
পায়ে হেঁটে সফর	৭	জামাআত সহকারে নামায আদায়ের প্রেরণা	২৭
অসাধারণ স্মরণশক্তি	৭	অসুস্থতায়ও রোযা ছাড়লেন না	২৮
শিক্ষকতার সূচনা	৮	যাকাত আদায়	২৮
আ'লা হযরতের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ	৯	দরূদে রযবীয়া পাঠ করার প্রেরণা	২৯
চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞানার্জন	১১	**সংশোধন করার পদ্ধতি**	৩০
সদরুশ শরীয়া আ'লা হযরতের মহান দরবারে	১১	স্বপ্নে এসে পথপ্রদর্শন	৩০
চিকিৎসা থেকে দ্বীনি খেদমতে প্রত্যাবর্তন	১৩	নাত শরীফ শুনে অশ্রু বিসর্জন	৩১
বেরেলী শরীফে পূনরায় হাজেরী	১৩	হযরত শাহে আলমের আসন	৩২
বেরেলী শরীফে বিভিন্ন ব্যস্ততা	১৪	**মদীনার মুসাফির ভারত থেকে পৌঁছলো মদীনায়**	৩৩
দৈনন্দিন রুটিন	১৫	ওফাত সনের উৎস	৩৫
কানযুল ঈমানের অনুবাদ	১৬	তাঁর মাযার মোবারক	৩৫
ওকীলে রযা	১৭	**কবর শরীফের মাটি দ্বারা আরোগ্য লাভ হলো**	৩৫
সদরুশ শরীয়া উপাধী কে দিয়েছেন?	১৭	**মাযার থেকে সুগন্ধি**	৩৬
শরীয়াতের কাযী (বিচারক)	১৮	ওফাতের পর সদরুশ শরীয়ার জাগ্রতাবস্থায় দীদার হয়ে গেলো!	৩৬
আ'লা হযরতের জানাযার জন্য ওসীয়ত	১৯		
আস্তানায়ে মুর্শিদের বিশ্বস্ত মুরীদ	২০	বাহারে শরীয়াত	৩৮
এটি আমার মুর্শিদের দয়া	২১	বুযুর্গদের বাণী বরকতময় হয়ে থাকে	৪০
সদরুশ শরীয়া এর সংস্পর্শের মহত্ব	২১	আলিম বানানোর কিতাব	৪২
ধৈর্য ও সহনশীলতা	২২		
প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে এসে ইরশাদ করলেন	২৩		
শাহজাদাদের প্রতি স্নেহ মমতা	২৪		

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জীবনী[১]

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও আপনি এই রিসালা সম্পূর্ণ পড়ে নিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার অন্তর খুশিতে আন্দোলিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাহে বণী আদম, নবীয়ে মুহতাশাম, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে আমার প্রতি একশতবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার দু'চোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, সে কপটতা এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত আর কিয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০ম খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭২৯৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

(১) শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"সদরুশ শরীয়াতের জীবনী"** আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ (**দা'ওয়াতে ইসলামী**) এর মাদানী অনুরোধে বাহারে শরীয়াত (মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত) এর প্রথম খন্ডে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য লিখা হয়েছে, এর উপকারীতার প্রতি লক্ষ্য রেখে রিসালার আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে।

---- মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

সগে মদীনার বাল্যকালের একটি অস্পষ্ট স্মরণ

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **“দা’ওয়াতে ইসলামী”** প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্বে আমার বাল্যকালের ঘটনা। যখন আমি বাবুল মদীনার অভ্যন্তরে গোগলী, ওল্ড টাউনে বসবাস করছিলাম, সেই মহল্লায় বাদামী মসজিদ ছিলো, যা নামাযী দ্বারা খুবই ভরপুর ছিলো, পেশ ইমাম খুবই ভাল আলিম ছিলেন, প্রতিদিন ইশার নামাযের পর দু’একটি মাসয়ালা বর্ণনা করতেন (আহ! যদি প্রত্যেক মসজিদের ইমাম যেকোন একটি নামাযের পর এরূপ করতো) যা দ্বারা অনেক কিছু শেখা যেতো। একদিন আমি আমার (মরহুম) বড় ভাইয়ের সাথে সম্ভবত যোহরের নামায এই বাদামী মসজিদে আদায় করে বাইরে বের হলাম, পেশ ইমাম সাহেব (নামায থেকে) অবসর হয়ে মসজিদের বাইরে তাশরীফ নিয়ে আসলেন। কেউ হয়তো কোন মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করেছিলো, তাই তিনি কাউকে আদেশ দিলেন: **বাহারে শরীয়াত** নিয়ে এসো। সুতরাং একটি কিতাব তাঁর হাতে দেয়া হলো, তাতে উজ্জল হরফে **বাহারে শরীয়াত** লেখা ছিলো, প্রচ্ছদে সূর্যের কিরনের মতো সুন্দর ধার বাঁধানো ছিলো, ইমাম সাহেব পড়া শুরু করলেন, আমি তো তখন বিশেষভাবে পড়তে পারতাম না। বিভিন্ন স্থানে উজ্জল হরফে মাসয়ালা লিখা ছিলো, যেহেতু মাসয়ালা শুনে খুবই ভাল লাগতো, তাই আমার মুখে পানি আসছিলো যে, আহ! যদি এই কিতাবটি আমি পেয়ে যেতাম!

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সায়াদাতুদ দারাঈন)**

কিন্তু আমি ধর্মীয় কিতাবের কোন দোকান দেখলাম না, না জানতাম যে, এই কিতাব কেনাও যায়, যাহোক যদি পাওয়াও যেতো তবে কিভাবে কিনতাম! এতো টাকা কার কাছেই বা ছিলো! যাই হোক **বাহারে শরীয়াত** নামটি আমার মনে গেঁথে গেলো এবং শেষ পর্যন্ত সেই দিনও এসে গেলো যে, **আল্লাহ্ তায়ালার** দয়ায় আমি **বাহারে শরীয়াত** কেনার উপযুক্ত হয়ে গেলাম। সেই সময় সম্পূর্ণ **বাহারে শরীয়াত** (দুই খন্ড) এর মূল্য ছিলো পাকিস্তানী ৩২ রুপি, আর খন্ড ব্যতিত ২৮ রুপি। সুতরাং আমি সম্পূর্ণ **বাহারে শরীয়াত** (একই খন্ডের) ২৮ রুপি দিয়ে কেনার সৌভাগ্য অর্জন করি। সেই সময় **বাহারে শরীয়াত** ১৭ অংশের ছিলো, তবে এখন ২০ অংশ। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি **বাহারে শরীয়াত** থেকে সেই ফয়য ও বরকত অর্জন করেছি যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সেই কিতাবের বরকতে আমার জ্ঞানের সেই অমূল্য ভান্ডার অর্জিত হলো, আমি আজও তার গুণ গাইছি। এই মহান কিতাবের লিখক হলেন খলিফায়ে আ'লা হযরত, সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: "عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنَزَّلُ الرَّحْمَةُ অর্থাৎ নেককার লোকদের আলোচনার সময় রহমত অবতীর্ণ হয়।" **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭ম খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা, নম্বর- ১০৭৫০)** এর উপর আমল করে আমার প্রিয় ইহসানকারী হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জীবনী উপস্থাপন করছি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

দম ছে তেরে "বাহারে শরীয়াত" হে চার সু,
বাতিল তেরে ফতোয়া সে লরযাঁ হে আজ ভি।

প্রাথমিক অবস্থা

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, আহলে সুন্নাতের প্রিয়ভাজন, খলিফায়ে আ'লা হযরত, **বাহারে শরীয়াতের** প্রণেতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ১৩০০ হিজরী মোতাবেক ১৮৮২ সালে পশ্চিম ইউপির (ভারত) শহর মদীনাতুল ওলামা গোসীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্মানিত পিতা হাকিম জামালুদ্দিন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং দাদাহুযুর খোদা বখশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ চিকিৎসা বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন। নিজের দাদাহুযুর মাওলানা খোদা বখশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছ থেকে তিনি ঘরেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর নিজ শহরের নাসিরুল উলুম মাদ্‌রাসায় গিয়ে গোপলগঞ্জের মাওলানা ইলাহী বখশ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে কিছু শিক্ষা অর্জন করেন।এরপর জৌনপুর গিয়ে তাঁর চাচাত ভাই এবং ওস্তাদ মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছ থেকে কিছু সবক পাঠ করেন, অতঃপর জামে মানকুলাত ও মাকুলাত হযরত আল্লামা হিদায়াতুল্লাহ্ খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে ইলমে দ্বীনের অমূল্য সূধা পান করেন এবং এখান থেকেই দরসে নিজামী সম্পন্ন করেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

অতঃপর দাওরায়ে হাদীস পিলিভীতে ওস্তাযুল মুহাদ্দীসিন হযরত মাওলানা ওসি আহমদ মুহাদ্দীসে সুরাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট সম্পন্ন করেন। হযরত মুহাদ্দীসে সুরাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের এই মেধাবী ছাত্রের উন্নত মেধার প্রশংসা এই শব্দগুচ্ছ দ্বারা করেন: **"আমার কাছ থেকে যদি কেউ পড়ে থাকে, তবে সে হলো আমজাদ আলী।"**

পায়ে হেঁটে সফর

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য যখন মদীনাতুল ওলামা গোসী থেকে জৌনপুরে সফর করেন, তখনকার দিনে সফর পায়ে হেঁটে বা গরুর গাড়িতেই হতো। সুতরাং জ্ঞানের পথের এই মহান মুসাফির সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মদীনাতুল ওলামা গোসী থেকে পায়ে হেঁটে সফর করে আযীমগড় আসেন, অতঃপর এখান থেকে উটের গাড়িতে আরোহন করে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জৌনপুর পৌঁছেন।

অসাধারণ স্মরণশক্তি

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর স্মরণশক্তি খুবই প্রখর ছিলো। স্মরণশক্তি, আগ্রহ ও প্রচেষ্টা এবং বুদ্ধিদীপ্ততার কারণে সকল ছাত্র থেকে তাকে উত্তম ভাবা হতো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

একবার কিতাব দেখা বা শুনাতে অনেকদিন পর্যন্ত এমনভাবে স্মরন থাকতো যেন এখনিই দেখলো বা শুনলো। তিনবার কোন ইবারত পড়লে তা মুখস্থ হয়ে যেতো। একদা ইচ্ছা করলেন যে, "কাফিয়া" কিতাবের ইবারত মুখস্থ করলে উপকার হবে, তখন সম্পূর্ণ কিতাবই একদিনে মুখস্থ করে নিলেন!

শিক্ষকতার সূচনা

বিহার বিভাগ (পাটনা, ভারত) মাদ্‌রাসায়ে আহলে সুন্নাত একটি উন্নত মানের শিক্ষা কেন্দ্র ছিলো, যেখানে ক্ষমতাধর ব্যক্তিত্বরা নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার নৈপুন্য দেখিয়ে গেছেন। স্বয়ং সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সম্মানিত ওস্তাদ হযরত মুহাদ্দীস সুরাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অনেকদিন সেখানে শায়খুল হাদীস পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মাদ্‌রাসার পরিচালক মরহুম কাযী আব্দুল ওয়াহিদের অনুরোধে হযরত মুহাদ্দীস সুরাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মাদ্‌রাসায়ে আহলে সুন্নাত (পাটনা) এর প্রধান শিক্ষকের পদের জন্য সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে নির্বাচন করেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সম্মানিত ওস্তাদের দোয়ার ছায়ায় "পাটনা" পৌঁছেন এবং প্রথম সবক প্রদানেই জ্ঞানের এমন নদী বইয়ে দিলেন যে, ছাত্র শিক্ষক সবাই বিস্মিত হয়ে গেলো। কাযী আব্দুল ওয়াহিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যিনি নিজেও একজন জ্ঞান-বিশারদ আলিম ছিলেন,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

তিনিও সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এই জ্ঞানময় ব্যাখ্যা এবং পরিচালনা ক্ষমতায় প্রভাবিত হয়ে মাদ্‌রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা তাঁকে সমর্পণ করে দিলেন।

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে প্রথম সাক্ষাৎ

কিছুদিন পর মাদ্‌রাসায়ে আহলে সুন্নাত (পাটনা) এর প্রতিষ্ঠাতা কাযী আব্দুল ওয়াহিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুবই অসুস্থ হয়ে গেলেন। কাযী সাহেব খুবই দ্বীনদার এবং দ্বীনের রক্ষক ছিলেন, ইলমে দ্বীন দ্বারা বৈশিষ্ট্যময় হওয়ার পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষায় **B.A.** ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর পিতা তাঁকে ব্যরিষ্টার পরীক্ষার জন্য লন্ডন পাঠাতে চেয়েছিলেন কিন্তু কাযী সাহেবের পবিত্র মাদানী চেতনা ইউরোপের বিপদগামী নষ্ট পরিবেশকে খুবই অপছন্দ করলো। সুতরাং তিনি এই সফর থেকে বিরত রইলেন এবং পুরো জীবন দ্বীনের খেদমত করাকেই নিজের মূলনীতি বানিয়ে নিলেন। তাঁর পরহেযগারী এবং মাদানী চিন্তাধারারই প্রচেষ্টা ছিলো যে, আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ওলীয়ে নেয়ামত, আযীমুল বারাকাত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলীমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বাইছে খাইর ও বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল হাফিয আল কারী শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

হযরত কিবলা মুহাদ্দীস সুরাতীদের رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ মতো ব্যস্ত বুযুর্গানে দ্বীন কাযী সাহেবের শুশ্রূষা করতে আবেগের টানে রোহিলখন্ড থেকে পাটনা তাশরীফ নিয়ে আসেন। এই সুযোগে হযরত সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ প্রথমবার আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর যিয়ারত লাভ করেন। আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর ব্যক্তিত্বে এমন আকর্ষন ছিলো যে, অজান্তেই সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর অন্তর আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর দিকে ধাবিত হয়ে গেলো এবং তাঁর সম্মানিত ওস্তাদ হযরত সায়্যিদুনা মুহাদ্দীস সুরাতী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর পরামর্শে সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়ায় আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর বাইয়াত গ্রহণ করলেন। আমার আক্বা আ'লা হযরত এবং সায়্যিদী মুহাদ্দীস সুরাতী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِمَا এর উপস্থিতিতেই কাযী সাহেব ওফাত গ্রহণ করেন। আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ জানাযার নামায পড়ান এবং মুহাদ্দীস সুরাতী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ কবরে নামান।

তাঁর উপর আল্লাহ্ তায়ালার দয়া হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞানার্জন

কাযী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইন্তিকালের পর মাদ্‌রাসার পরিচালনা যে সকল লোকের হাতে আসলো, তাদের অশোভন নির্ভিকতার কারণে সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বিষন্ন ও অসহ্য হয়ে গেলেন এবং বাৎসরিক ছুটিতে নিজের ঘরে পৌঁছেই নিজের ইস্তিফা পত্র পাঠিয়ে দিলেন এবং কিতাব অধ্যয়নে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। পাটনায় পশ্চিমা লোকদের মন্দ আচরণে প্রভাবিত হয়ে চাকুরীর প্রতি অতিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। উপার্জনের কোন সঠিক নিয়োগ প্রাপ্তির আকাঙ্খী ছিলেন। সম্মানিত পিতার উপদেশ স্মরনে এলো যে, **میراثِ پدر خواهی علمِ پدر آموز** (অর্থাৎ পিতার উত্তরসূরী হতে চাইলে তবে পিতার জ্ঞানই শিখো) মনে হলো যে, চিকিৎসা শাস্ত্র শিখে বংশীয় পেশা চিকিৎসাকেই পেশা বানিয়ে নিই। সুতরাং ১৩২৬ হিজরির শাওয়াল মাসে লাকনৌ গিয়ে দু'বছরেই চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞানার্জন ও সমাপনের পর দেশে ফিরে গেলেন এবং ক্লিনিক শুরু করে দিলেন। বংশীয় পেশা এবং খোদা প্রদত্ত সক্ষমতার কারণে ক্লিনিক খুবই সফল ভাবে চালু হয়ে গিয়েছিলো।

সদরুশ শরীয়া আ'লা হযরতের মহান দরবারে

উপার্জনের মাধ্যমের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ১৩২৯ হিজরির জুমাদিউল উলায় তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কোন এক কাজে "লাকনৌ" তাশরীফ নিয়ে গেলেন।

www.dawateislami.net

সেখান থেকে তাঁর সম্মানিত ওস্তাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে "পিলিভেত" উপস্থিত হলেন। হযরত মুহাদ্দীস সুরাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট শাগরেদ শিক্ষকতা ছেড়ে ক্লিনিক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তখন তাঁর খুবই আফসোস হলো। সুতরাং সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইচ্ছা বেরেলী শরীফ উপস্থিত হওয়াও ছিলো, তাই বেরেলী শরীফ যাওয়ার সময় মুহাদ্দীস সুরাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই বিষয়ে একটি চিঠি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে লিখলেন যে, "যেভাবে হোক আপনি তাকে (অর্থাৎ হযরত সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে) দ্বীনের খেদমতের দিকে মনোনিবেশ করুন।" যখন আমার আক্বা, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মহান দরবারে উপস্থিত হলেন তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুবই দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং বললেন: "আপনি এখানেই অবস্থান করুন এবং যতক্ষন আমি বলবো না ফিরে যাবেন না।" এবং মন বসার জন্য কিছু লেখালেখির কাজ সমর্পন করে দিলেন। প্রায় দু'মাস বেরেলী শরীফে অবস্থান করেন এবং আমার আক্বা, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সহচর্যে থেকে জ্ঞানার্জনের সুবিধা ও দ্বীনি আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় ছিলো, এমনকি রমযানুল মোবারক সন্নিকটে এসে গিয়েছিলো। সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বাড়ি ফিরার অনুমতি প্রার্থনা করলে আমার আক্বা, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "যান! তবে যখনি আমি ডাকবো তবে দ্রুত চলে আসবেন।"

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

মুর্শিদে কামিল কা মনযুরে নযর আমজাদ আলী,
ইস পে দায়েম লুতফ ফরমা চশমে হক বীনি রযা।

চিকিৎসা থেকে দ্বীনি খেদমতে প্রত্যাবর্তন

সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বয়ং বলেন: আমি যখন আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হই, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন: মাওলানা কি করেন? আমি আরয করেছিলাম: চিকিৎসা সেবা করি।

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: "চিকিৎসা সেবাও ভাল কাজ, اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْاَدْيَانِ وَعِلْمُ الْاَبْدَانِ (অর্থাৎ ইলম দু'প্রকার; ইলমে দ্বীন ও চিকিৎসা শাস্ত্র), কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রে এই মন্দ দিক রয়েছে যে, সকাল সকাল প্রস্রাব দেখতে হয়।" এই বাণী শুনার পর আমার প্রস্রাব দেখতে খুবই ঘৃণা অনুভূত হতে থাকে এবং তা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অন্তর্দৃষ্টি ছিলো। কেননা, আমি রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রস্রাবেরই সাহায্য নিতাম (এবং সকাল সকাল রোগীর প্রস্রাব দেখতে হতো) আর এটিও হয়েছিলো যে, রোগীর প্রস্রাব দেখার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো।

বেরেলী শরীফে পূনরায় হাজেরী

বাড়ি যাওয়ার কয়েক মাস পর বেরেলী শরীফ থেকে চিঠি আসলো যে, আপনি দ্রুত চলে আসুন।

www.dawateislami.net

সুতরাং সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আবারো বেরেলী শরীফ উপস্থিত হয়ে গেলেন। এবার **"আঞ্জুমানে আহলে সুন্নাত"** এর পরিচালনা এবং এর প্রেসের ব্যবস্থাপনা ছাড়াও মাদ্‌রাসার কিছু শিক্ষা বিষয়ক কাজও সমর্পন করা হলো। যেমন আমার আক্বা, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বেরেলী শরীফে তাঁর স্থায়ী অবস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেন। এভাবে সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ১৮ বৎসর আমার আক্বায়ে নেয়ামত, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বরকতময় সহচর্যে অতিবাহিত করেন।

লিয়ে বেঠা থা ইশকে মুস্তফা কি আগ সীনে মে,
বিলায়াত কা জর্বী পর নক্‌শ দিল মে নূর ওয়াহদাত কা।

বেরেলী শরীফে বিভিন্ন ব্যস্ততা

বেরেলী শরীফে দু'টি স্থায়ী কাজ ছিলো, একটি হলো মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা, অপরটি হলো প্রেসের কাজ অর্থাৎ কপি এবং প্রুফ শুদ্ধি করণ, কিতাব প্রেরণ, চিঠির উত্তর প্রদান, আয় ব্যয়ের হিসাব, এই সকল কাজ একাই সামাল দিতেন। একাজ গুলো ছাড়াও আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কিছু লেখাকে নতুন করে পরিস্কার ভাবে লেখা, ফতোয়া উদ্ধৃত করা এবং তাঁর খেদমতে থেকে ফতোয়া লেখা ইত্যাদি কাজও সর্বদা তিনিই করতেন। অতঃপর শহর ও শহরের বাইরে দ্বীনের প্রচার প্রসারে অসংখ্য মাহফিলেও অংশগ্রহণ করতেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

দৈনন্দিন রুটিন

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দৈনন্দিন রুটিন কিছুটা এরূপ ছিলো যে, ফযরের নামাযের পর প্রয়োজনীয় ওযীফা ও কোরআন শরীফ তিলাওয়াতের পর ঘন্টা দুয়েক প্রেসের কাজ পরিচালনা করতেন। অতঃপর তৎক্ষণাৎ মাদ্‌রাসায় গিয়ে পাঠদান করতেন। দুপুরের খাবার পর কিছুক্ষন প্রেসের কাজ পরিচালনা করতেন। যোহরের নামাযের পর আসর পর্যন্ত আবারো মাদ্‌রাসায় পাঠদান করতেন। আসরের নামাযের পর মাগরীব পর্যন্ত আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খিদমতে বসতেন। মাগরীবের পর ইশা পর্যন্ত এবং ইশার পর হতে বারটা (১২) পর্যন্ত আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খিদমতে ফতোয়া লিখার কাজ পরিচালনা করতেন। এরপর ঘরে ফিরে যেতেন এবং কিছু লেখালেখির কাজ করার পর প্রায় রাত দু'টোয় (২) ঘুমাতেন। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জীবনের শেষ মুহুর্ত অর্থাৎ প্রায় দশ (১০) বছর পর্যন্ত প্রতিদিন এরূপই প্রচলিত ছিলো। হযরত সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এরূপ কঠিন শ্রম, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও ধৈর্যের কারণে সেই যুগের বড় বড় ওলামারাও আশ্চার্যান্বিত ছিলেন। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ভাই হযরত নান্নে মিয়া মাওলানা মুহাম্মদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলতেন যে, মাওলানা আমজাদ আলী হচ্ছে কাজের মেশিন এবং তাও এমন মেশিন যা কখনো নষ্ট হয় না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

মুছান্নিফ ভি, মুকাররির ভি, ফকীয়ে আসরে হাজির ভি,
ওহ আপনে আ'প মে থা ইক ইদারা ইলম ও হিকমত কা।

কানযুল ঈমানের অনুবাদ

সহীহ এবং ভূল থেকে পবিত্র হাদীসে নববী ও আয়িম্মায়ে কিরামের উক্তি সমূহ অনুযায়ী একটি অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কোরআনের অনুবাদের জন্য আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মহান দরবারে আবেদন করলে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "এটাতো খুবই প্রয়োজন কিন্তু ছাপানোর কি ব্যবস্থা হবে? এটি মুদ্রনের দায়িত্ব কে নিবে? অযু সহকারে কপি লিখা, অযু সহকারে কপি এবং হরফগুলো ঠিক করা আর ঠিক করার কাজও সেই ভাবে করা যেন হরকত, নুকতা বা চিহ্ন সমূহেও ভূল থেকে না যায়, অতঃপর এসব কিছুর পর সবচেয়ে কষ্টের কাজ হলো যে, প্রেস **(Press)** এ সবসময় অযু অবস্থায় থাকা, অযু ছাড়া না পান্ডুলিপি ধরবে আর না কাটবে, পান্ডুলিপি কাটার সময়ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং ছাপার সময় যে কাগজ বের হবে তাও অনেক সতর্কভাবে রাখতে হবে।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরয করলেন: "اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ যে বিষয়গুলো প্রয়োজনীয় তা সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হবে, ধরে নেয়া যাক মানলাম যে, আমাদের দ্বারা এতোসব সম্ভব নয়, তবে একটি জিনিস যখন বানানো আছে, হতে পারে ভবিষ্যতে কোন ব্যক্তি এটা ছাপার ব্যবস্থা নিশ্চয় করবে এবং

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টির উপকার করার চেষ্টা করবে, যদি এখন একাজ না হয় তবে ভবিষ্যতে এটা না হওয়ার কারণে আমাদের অনেক আফসোস হবে।" তাঁর এমন শর্তারোপের পর তিনি অনুবাদের কাজ শুরু করে দিলেন। بِحَمْدِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর একনিষ্ট প্রচেষ্টার কারণে এতে সাফল্য আসলো এবং আজ অসংখ্য মুসলমান মুজাদ্দিদে আযম, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর লিখিত কোরআনে পাকের সহীহ শুদ্ধ অনুবাদ **"কানযুল ঈমান"** থেকে উপকৃত হয়ে তাঁর (অর্থাৎ সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) প্রতি কৃতজ্ঞ এবং اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

গর আহলে চমন ফখর করেঁ ইচ পে বাজা হে,
আমজাদ থা গোলাবে চমনে দানিশ ও হিকমত।

ওকীলে রযা

আমার আক্বা, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ছাড়া কাউকে এমনকি শাহজাদাদেরও নিজের বাইয়াত গ্রহনের জন্য ওকীল বানাননি।

সদরুশ শরীয়া উপাধী কে দিয়েছেন?

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত আল মলফুয প্রথম খন্ডের ১৮৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: আমার আক্বা, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

"আপনি বর্তমান যুগে অধিক বুঝশক্তি নামক বৈশিষ্ট্যে মাওলানা আমজাদ আলী আযমী এর মধ্যে অত্যাধিক পাবেন। সেটার কারণ হলো এটা, তিনি ফতোয়ার প্রশ্নাবলী শুনিয়ে থাকেন আর আমি যা জবাব দিই তা তিনি লিখে থাকেন। তিনি স্বভাবগতভাবে মেধাবী আর তিনি সহজভাবে সবকিছু আয়ত্ব করে নিতে পারেন।" আমার আক্বা, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ই হযরত মাওলানা আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে সদরুশ শরীয়া উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন।

উঠা থা লে কে জু হাতোঁ মে পরচম আ'লা হযরত কা,
ওহ কাঁরোওয়া হে কারওয়ানে আহলে সুন্নাত কা।

শরীয়াতের কাযী (বিচারক)

একদিন সকাল প্রায় ৯ টায় আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঘর থেকে বের হলেন, আসনে গালিচা বিছানোর আদেশ দিলেন। উপস্থিতি সকলে হতবাক ছিলেন যে, হুযুর! এই আয়োজন কার জন্য করছেন! অতঃপর আমার আক্বা, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একটি চেয়ারে বসে বললেন: আজ আমি বেরেলীতে দারুল কাযা বেরেলীর প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করছি এবং সদরুশ শরীয়াকে নিজের কাছে ডেকে তাঁর ডান হাত নিজের মোবারক হাতে ধরে কাযীর পদে বসিয়ে বললেন: "আমি আপনাকে হিন্দুস্থানের জন্য শরীয়াতের কাযী নিয়োগ করলাম।

www.dawateislami.net

মুসলমানদের মাঝে যদি এমন কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়, যার শরয়ী ফয়সালা (কাযীয়ে শরয়ীই) শরীয়াতের বিচারক করতে পারে, তবে সেই শরয়ী ফয়সালার অধিকার আপনার দায়িত্বে।"

অতঃপর তাজেদারে আহলে সুন্নাত মুফতীয়ে আযম হিন্দ হযরত মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং বুরহানে মিল্লাত হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ বুরহানুল হক রযবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে দারুল কাযা বেরেলীতে শরীয়াতের মুফতী হিসেবে নিয়োগ করলেন।

অতঃপর দোয়া পাঠ করে কিছু বাক্য বললেন যার পুনরাবৃত্তি সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ করলেন। সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পরের দিনই কাযীয়ে শরয়ীয়া হিসেবে প্রথম আসন গ্রহণ করেন এবং উত্তরাধিকারের একটি মামলার সমাধান করেন।

ইয়ে সারি বরকতেঁ হে খেদমতে দ্বীনে পায়ম্বর কি,
জাহাঁ মে হার তরফ হে তাযকিরাহ সদরে শরীয়াত কা।

আ'লা হযরতের জানাযার জন্য ওসীয়ত

ওয়াসাইয়া শরীফের ২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: মুজাদ্দীদে আযম, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের জানাযার নামাযের জন্য ওসীয়ত করেছেন। **"আল মুন্নাতুল মুমতাযা"**[২]য় জানাযার নামাযের যতগুলো দোয়া বর্ণিত রয়েছে,

(২) এই মোবারক রিসালাটি ফতোয়ায়ে রযবীয়া ৯ম খন্ডের ২০৯ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান রয়েছে।

www.dawateislami.net

যদি হামেদ রযার মুখস্থ থাকে তবে সে আমার জানাযার নামায পড়াবে নয়তো মাওলানা আমজাদ আলী সাহেবই পড়াবে। হযরত হুজ্জাতুল ইসলাম (হযরত মাওলানা হামেদ রযা খাঁন) যেহেতু তাঁর "ওলী" (প্রতিনিধি) ছিলেন তাই তাঁকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, তাও শর্ত সাপেক্ষে এবং এরপর আমার আক্বা, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নির্বাচনের দৃষ্টি নিজের জানাযার নামাযের জন্য যার উপর পড়েছে তাও বিনা শর্তে, সেই সত্ত্বা সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِই ছিলো। এ থেকেই আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রতি গভীর ভালবাসার অনুমান করা যেতে পারে।

আস্তানায়ে মুর্শিদের বিশ্বস্থ মুরীদ

একবার কেউ তাজেদারে আহলে সুন্নাত, মুফতীয়ে আযম হিন্দ, শাহাজাদায়ে আ'লা হযরত আল্লামা মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সামনে সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর আলোচনা করলে মুফতীয়ে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর করুনাময় চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো এবং বললেন: "সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের কোন ঘর বানাননি, বেরেলীকেই নিজের ঘর মনে করতেন।

www.dawateislami.net

তিনি প্রভাবশালীও ছিলেন এবং অসংখ্য ছাত্রের ওস্তাদও ছিলেন, তিনি চাইলে অতি সহজে কোন নিজস্ব দারুল উলুম প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, যা তাঁর আয়ত্বে হতো কিন্তু তাঁর একনিষ্টতা তাঁকে এরূপ করতে দেয়নি।"

এটি আমার মুর্শিদের দয়া

সুতরাং দারুল উলুম মুইনিয়া ওসমানিয়ায় (আজমীর শরীফ) যখন সদরুল মুদাররিসীন (প্রধান শিক্ষক) হয়ে যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পৌঁছলেন এবং সেখানকার লোকেরা তাঁর পাঠদানের ধরন দেখে খুবই প্রভাবিত হলেন তখন সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সামনে এই আলোচনা উঠলো যে, তাঁর পাঠদান খুবই সফল মনে হচ্ছে, এর কারণে এই দারুল উলুমের মারকায উন্নতির পথে চলছে। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: "এটা আমার প্রতি (আমার মুর্শিদ) আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দয়া ও অনুগ্রহ।"

বাগে আলম কা হো মনযর কিউঁ না রঙ্গিন ও হাসিন,
গোশে গোশে সে হে তিবে আফশাঁ রিয়াহিনে রযা।

সদরুশ শরীয়া এর সংস্পর্শের মহত্ব

শাগরীদ ও খলিফায়ে সদরুশ শরীয়া হযরত মাওলানা সায়্যিদ যহির আহমদ যাইদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সায়াদাতুদ দারাঈন)**

আমার সাত বছরে অসংখ্যবার মাওলানার (সদরুশ শরীয়ার) খেদমতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু আমি তাঁর মজলিশ সমূহকে সেই সকল দোষক্রটি থেকে পবিত্র পেয়েছি, যা সাধারণ ও বিশেষদের কোন পার্থক্য ছাড়াই আমাদের সমাজের অংশ হয়ে গেছে, যেমন গীবত, চুগলী, অপরকে মন্দ উপদেশ দেয়া, চিদ্রান্বেষণ করা ইত্যাদি। তাঁর জীবন খুবই পুতঃপবিত্র ছিলো, আমি তাঁর জীবনে মিথ্যার কোন দাগ পার্যন্ত পায়নি। যতটুকু আমি জানি, তাঁর জীবনযাপন কোরআন ও সুন্নাত অনুযায়ীই ছিলো, কথাবার্তাও একেবারে ধর্মীয় হতো, কোন প্রকার অভদ্র বা অশালীন শব্দ ব্যবহার করতেন না, এমনিভাবে আচার ব্যবহারেও তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ছিলেন খুবই পরিচ্ছন্ন। তাঁর প্রতিটি কাজ পবিত্র শরীয়াতের বিধানাবলীর অধিনেই হতো। "দা'দু" (আলীগড়) এ অবস্থানের সময়কালে আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে, তিনি কখনো কারো সাথে অভদ্রতা করেননি, কারো অধিকার ক্ষুন্ন করেননি।

বুলন্দি পর সিতারা কিউঁ না হো ফির উস কি কিসমত কা,
দিয়া আমজাদ নে জিস কো দরস কানুনে শরীয়াত কা।

ধৈর্য ও সহনশীলতা

বড় সাহেবজাদা হযরত মাওলানা হাকীম শামসুল হুদা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইন্তিকাল হলে সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তখন তারাবীহর নামায আদায় করছিলেন। সংবাদ দেয়া হলে তাশরীফ নিয়ে এলেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ পাঠ করলেন এবং বললেন: এখনো আট রাকাআত তারাবীহর নামায বাকী রয়েছে, অতঃপর আবারো নামাযে ব্যস্ত হয়ে গেলেন।

প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে এসে ইরশাদ করলেন

তাঁর শাহাজাদী "বানু" কঠিন রোগে আক্রান্ত ছিলো। এমনি সময় একদিন ফযরের নামাযের পর হযরত সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কোরআন খানীর জন্য ছাত্র এবং উপস্থিতিদের একত্রিত করলেন। খতমে কোরআনে মজীদের পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মজলিশকে উদ্দেশ্য করে বললেন: আমার মেয়ে "বানু"র রোগ বেড়ে গেছে, কোন চিকিৎসায় কাজ হলো না এবং উন্নতির কোন লক্ষণ দেখছি না। আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম; **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার ঘরে তাশরীফ নিয়ে এসেছেন এবং ইরশাদ করেন: **"বানুকে নিতে এসেছি।" হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে দেখাও সত্যিকার অর্থে নিঃসন্দেহে **তাঁকেই** দেখা। বানুর দুনিয়াবী জীবন পূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু সে খুবই সৌভাগ্যবান যে, তাকে **আক্বা ও মাওলা, রহমতে আলম, মাহবুবে রাব্বুল আলামিন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিতে এসেছেন এবং আমি খুশিমনে সমর্পণ করলাম।

www.dawateislami.net

কল্যাণের দোয়া করার পর কোরআন খানির মজলিশ শেষ হয়ে গেলো। সম্ভবত সেই দিন বা পরের দিন বানু ইন্তিকাল করলো।

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রতি দয়া করুক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

শাহজাদাদের প্রতি স্নেহ মমতা

শাহজাদাদের প্রতি স্নেহ মমতার যে অবস্থা ছিলো, তা শাহজাদায়ে সদরুশ শরীয়া, শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযহারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর প্রবন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন:

আমি তাঁর পবিত্র খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। মাওলানা সানাউল মুস্তফা, মাওলানা বাহাউল মুস্তফা, মাওলানা ফিদাউল মুস্তফা তখন অনেক ছোট ছিলো, তারা আখ নিয়ে আসতো আর বলতো: "আনাজি একে গালা বানিয়ে দিন।" অর্থাৎ এটি ছিলে কেঁটে ছোট ছোট টুকরো করে দিন। হযরত সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুবই স্নেহ সহকারে মুচকি হেসে আখ হাতে নিয়ে ছুরি দিয়ে তা ছিলতেন অতঃপর ছোট ছোট টুকরো করে তাদের মুখে দিতেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

ঘরের কাজে সহযোগিতা করতেন

বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: كَانَ يَكُوْنُ فِیْ مَهْنَةِ اَهْلِهٖ **নবীয়ে আকরাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের ঘরের কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকতেন অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের কাজ করতেন। (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৬৭৬) এই সুন্নাতের উপর আমল করে সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঘরের কাজ কর্ম করতে লজ্জা অনুভব করতেন না বরং সুন্নাতের উপর আমল করার নিয়্যতে তা খুশিমনে করতেন।

সদরুশ শরীয়ার সুন্নাত অনুযায়ী চলার পদ্ধতি

সাগরীদ ও খলিফায়ে সদরে শরীয়াত, হাফিযে মিল্লাত হযরত আল্লামা মাওলানা আব্দুল আযীয মোবারকপুরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাস্তা দিয়ে চলার সময় তাঁর চলনে মহত্ব ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেতো, ডানে বামে দৃষ্টি দিতেন না, প্রতিটি কদম শক্তি দিয়ে উঠাতেন, চলার সময় শরীর মোবারক সামনের দিকে সমান্য ঝুঁকে থাকতো, এমন লাগতো যেন উচুঁ থেকে নিচের দিকে নামছেন। আমাদের সম্মানিত ওস্তাদ সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সুন্নাত অনুযায়ী পথ চলতেন, তাঁর থেকে আমরা জ্ঞানার্জনও করেছি এবং আমলও শিখেছি। এমনই হযরত হাফিযে মিল্লাত বলেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

"আমি দশ বছর হযরত সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে ছিলাম, তাঁকে সর্বদা সুন্নাতের অনুসারী হিসেবেই পেয়েছি।"

জিস কি হার হার আদা সুন্নাতে মুস্তফা, এ্যয়সে সদরে শরীয়াত পে লাখো সালাম।

নিয়মিত নামায আদায়

মুসাফির হোক বা মুকিম সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কখনো নামায কাযা করতেন না। কঠিনতর অসুস্থতার মধ্যেও নামায আদায় করতেন। আজমীর শরীফে একবার মারাত্মক জ্বরে আক্রান্ত হলেন, এমনকি জ্বরের তীব্রতায় বেহুশ হয়ে যাচ্ছিলেন। দুপুরের পূর্বে বেহুশ হয়ে গেলেন এবং তা আসর পর্যন্ত ছিলো। হাফিযে মিল্লাত মাওলানা আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খিদমতের জন্য উপস্থিত ছিলেন, সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর যখন হুশ ফিরে আসলো তখন সর্বপ্রথম এটা জিজ্ঞাসা করলেন: সময় কতো? যোহরের সময় আছে নাকি নাই? হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরয করলেন: এতটা বেজে গেছে এখন যোহরের সময় নাই। একথা শুনে তাঁর এতোই কষ্ট হলো যে, চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: হুযুরের কি কোন ব্যথা হচ্ছে, কোন কষ্ট হচ্ছে? বললেন: "(অনেক) কষ্ট হচ্ছে..... যোহরের নামায যে কাযা হয়ে গেলো।" হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরয করলেন: হুযুর আপনি তো বেহুশ ছিলেন।

www.dawateislami.net

বেহুশ অবস্থায় নামায কাযা হয়ে যাওয়াতে কোন শাস্তি (কিয়ামতে জবাবদীহিতা) নেই। বললেন: আপনি শাস্তির কথা বলছেন, নিদিষ্ট সময়ে **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে উপস্থিত হওয়া থেকে তো বঞ্চিত হয়ে গেলাম।

জামাআত সহকারে নামায আদায়ের প্রেরণা

হযরত সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই বিষয়ে খুবই পাবন্দ ছিলেন যে, মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাআত সহকারে নামায পড়া বরং যদি কোন কারণে মুয়াজ্জিন সাহেব নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছাতে পারতো না তবে নিজেই আযান দিতেন। পুরোনো বাড়ি থেকে মসজিদ একেবারে নিকটেই ছিলো, সেখানে তো কোন সমস্যা ছিলো না, কিন্তু যখন নতুন বাড়ি কাদেরী মঞ্জিলে বসবাস শুরু করেন তখন আশেপাশে দু'টি মসজিদ ছিলো। একটি বাজারের মসজিদ, অপরটি বড় ভাইয়ের বাড়ির পাশে যা **"নওয়ার মসজিদ"** নামে প্রসিদ্ধ ছিলো। এই দু'টি মসজিদই সামান্য দূরে ছিলো। সেসময় দৃষ্টিশক্তিও দূর্বল হয়ে গিয়েছিলো, বাজারের মসজিদ তুলনায় নিকটে ছিলো কিন্তু বিভিন্ন রাস্তায় অনেক নালা ছিলো। তাই নওয়ার মসজিদে নামায পড়তে আসতেন। একবার এমন হলো যে, সকালে নামাযের জন্য যাচ্ছিলেন, পথে একটি কূপ ছিলো,

www.dawateislami.net

এখনো কিছুটা অন্ধকার ছিলো এবং রাস্তাও অসমতল ছিলো, অজ্ঞতা বশতঃ কূপে উঠে গেলেন, আরেকটু হলেই কূপের গর্তে পা দিয়েদিতেন। এমনই সময় একজন মহিলা আসলো এবং জোরে চিৎকার দিলো! "আরে মাওলানা সাহেব কূপে, দাঁড়ান! নয়তো নিচে পড়ে যাবেন!" চিৎকার শুনে সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কূপে থেকে নেমে মসজিদে গেলেন। এরপরও মসজিদে যাওয়া ছাড়লেন না।

অসুস্থতায়ও রোযা ছাড়লেন না

একবার রমযানুল মোবারকে প্রচন্ড শীতে জ্বর এসে গেলো। এতে খুবই শীত লাগতো এবং প্রচন্ড জ্বর এসে যেতো, তাছাড়া এতোই পিপাসা লাগতো যে, অসহ্য হয়ে যেতো। প্রায় এক সপ্তাহ পর্যন্ত এরূপ জ্বরে ভুগছিলেন। যোহরের পর প্রচন্ড শীত অনুভূত হতো অতঃপর জ্বর এসে যেতো কিন্তু উৎসর্গীত হয়ে যান! এই অবস্থায়ও কোন রোযা ছাড়েননি।

যাকাত আদায়

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমার সম্মানিত মরহুম পিতা যৌবনের প্রথম দিকে অনেক বড় ব্যবসায়ী ছিলেন এবং হিসাবে পাক্কা,

www.dawateislami.net

সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁকে ডেকে (যাকাতের) সম্পূর্ণ হিসাব করতেন। অতঃপর তা দ্বারা কাপড়ের থান আনিয়ে মহিলাদের উপযুক্ত আলাদা, পুরুষ ও বাচ্ছাদের উপযুক্ত আলাদা এবং সবাইকে সমান ভাবে বন্টন করতেন। কোন ভিক্ষুক কখনো দরজা থেকে খালি হাতে ফিরে যায়নি, খুবই অতিথিপরায়ন এবং সাধারনত অতিথি আসতেই থাকতো, সবার উপযুক্ত খাওয়া দাওয়া, উঠা বসা এবং আরামের ব্যবস্থা করতেন। অতিথিদের জন্য বিশেষত তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদী সর্বদা ঘরে রাখতেন।

দরূদে রযবীয়া পাঠ করার প্রেরণা

যতই ব্যস্ত সময় হোক না কেন ফযরের নামাযের পর এক পারা কোরআন তিলাওয়াত করতেন এবং এক অধ্যায় দালায়িলুল খয়রাত শরীফ পাঠ করতেন, এটি কখনো বাদ পড়তো না এবং জুমার নামাযের পর ১০০বার দরূদে রযবীয়া পাঠ করতেন। এতেও বাদপরতো না এমনকি সফরেও যদি শুক্রবার হতো তবে যোহরের পর দরূদে রযবীয়া বাদ দিতেন না, চলন্ত ট্রেনে দাঁড়িয়ে পাঠ করতেন। ট্রেনের আরোহীরা এই মুহাব্বতভরা আচরণে আশ্চার্য হতো কিন্তু তারা কি জানতো?

দিওয়ানে কো তাহকীর সে দিওয়ানা না কেহনা,
দিওয়ানা বহুত সোচ কে দিওয়ানা বনা হে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

সংশোধন করার পদ্ধতি

সন্তান এবং ছাত্রদের আমলীভাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের প্রতিও তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর খোদাভীতি ও দ্বীনদারী এই কাজের উপযুক্ত ছিলো না যে, কেউ তাঁর সামনে শরীয়াত বিরোধী কাজ করবে, যদি তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ছাত্র বা সন্তানদের সম্পর্কে এরূপ কোন কিছু শুনতেন, যা শরীয়াতের বিপরীত তবে চেহারা মোবারকের রং পরিবর্তন হয়ে যেতো, কখনো প্রচন্ড রাগান্বিত, কখনো ধমক এবং কখনো সতর্কতা ও শাস্তি এবং কখনো সুন্দরভাবে বুঝানো, মোটকথা যখন যেভাবে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ চাইতেন ব্যবহার করতেন।

স্বপ্নে এসে পথপ্রদর্শন

খলিলে মিল্লাত হযরত মুফতী মুহাম্মদ খলিল খাঁন বারকাতি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ছাত্রদের প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগের অনুমান এই ঘটনা দ্বারা করুন যে, আমি অধম একবার একটি মাসয়ালা লিপিবদ্ধ করতে সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার ওস্তাদ মহোদয়, হযরত সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বপ্নে তাশরীফ নিয়ে এসে বললেন: **"বাহারে শরীয়াতের অমুক অংশ দেখে নাও।"** সকালে উঠে **বাহারে শরীয়াত** নিলাম এবং মাসয়ালার সমাধান করে নিলাম। ওফাত শরীফের পর আমি অধম স্বপ্নে দেখলাম যে,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

হযরত সদরুশ শরীয়া اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ হাদীসের দরস দিচ্ছিলেন, মুসলিম শরীফ সামনে রয়েছে এবং শুভ্র পোশাক পরিহিত অবস্থায় উপবিষ্ট আছেন, আমাকে বললেন: **"এসো, তুমিও মুসলিম শরীফ পড়ে নাও।"**

হার তরফ ইলম ও হুনার কা আ'প সে দরিয়া বাহা,
আ'প কা এহসান এয় সদরুশ শরীয়া কম নেহী।

নাত শরীফ শুনে অশ্রু বিসর্জন

বর্ণিত আছে: যখন নাত শুরু হতো তখন সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আদব সহকারে বসে দু'হাত বেঁধে নিতেন এবং চোখ বন্ধ করে নিতেন। খুবই গাম্ভির্য ও মহিমা সহকারে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যেতেন এবং সম্পূর্ণ একাগ্রতা ও মনোযোগের সহিত শ্রবণ করতেন। অতঃপর কিছুক্ষনের মধ্যেই চোখ থেকে অশ্রু ধারা এভাবে প্রবাহিত হযে যেতো যে, থামার নামও নিতো না। নাত পরিবেশনকারী নাত পরিবেশন শেষ করে চুপ হয়ে যেতো তারপরও অনেক্ষণ পর্যন্ত আত্মবিভোর হওয়া অব্যাহত থাকতো।

মাতায়ে ইশকে সরকারে দো'আলম হো জিসে হাসিল,
কাশিশ ইস কেলিয়ে কিয়া হোগী দুনিয়া কে খাযিনে মে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

হযরত শাহে আলমের আসন

হযরত সায়্যিদুনা শাহ আলম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অনেক বড় আলিমে দ্বীন এবং উচ্চ পর্যায়ের **আল্লাহ্**র ওলী ছিলেন। মদীনাতুল আউলিয়া আহমেদাবাদ শরীফে (গুজরাট) তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ভালবাসার সহিত ইলমে দ্বীনের শিক্ষা দিতেন। একবার অসুস্থ হয়ে বিছানায় আরাম গ্রহণে বাধ্য হয়ে গেলেন এবং পাঠ দানের ছুটি হয়ে গেলো। যার কারণে তাঁর খুবই আফসোস ছিলো। প্রায় চল্লিশ দিন পর সুস্থ হলেন এবং মাদ্‌রাসায় তাশরীফ নিয়ে প্রথানুযায়ী তাঁর আসনে উপবিষ্ট হলেন। চল্লিশ দিন পূর্বে যেখানে সবক শেষ করেছিলেন সেখান থেকেই পাঠ দান শুরু করলেন। ছাত্ররা আশ্চার্য হয়ে আরয করলেন: হুযুর! আপনি তো এই অধ্যায়টি অনেক আগেই পড়িয়ে দিয়েছেন, গতকাল তো আপনি অমুক সবক পড়িয়েছেন! একথা শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দ্রুত ধ্যানমগ্ন হলেন। তখনই **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত হলো। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঠোঁট মোবারক নড়ে উঠলো, সুবাসিত ফুল ঝরতে লাগলো এবং শব্দগুচ্ছ কিছুটা এরূপ সজ্জিত হলো: **"শাহ আলম! তোমার সবক রয়ে যাওয়ার অনেক আফসোস ছিলো, সুতরাং তোমার স্থানে তোমার আকৃতিতে আসনে বসে আমিই প্রতিদিন সবক পড়িয়ে দিতাম"**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

যে আসনে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপবিষ্ট হতেন তাতে এখন হযরত কিবলা সায়্যিদুনা শাহ আলম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কিভাবে বসতে পারেন, সুতরাং দ্রুত আসন থেকে উঠে গেলেন। আসনটি সেখানকার মসজিদে ঝুলিয়ে রাখলেন। এরপর হযরত সায়্যিদুনা শাহ আলম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জন্য আরেকটি আসন বানানো হলো। তাঁর ওফাতের পর সেই আসনটিও সেখানে ঝুলিয়ে রাখা হলো। এই স্থানে দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

মদীনার মুসাফির ভারত থেকে পৌঁছলো মদীনায়

খলিফায়ে সদরুশ শরীয়া, পীরে তরীকত হযরত আল্লামা মাওলানা হাফিয ক্বারী মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন সিদ্দিকী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে আমি (সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ) শুনেছি, তিনি বলেন: **বাহারে শরীয়াতের** লিখক হযরত সদরুশ শরীয়া মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে আমার মদীনাতুল আউলিয়া আহমেদাবাদে (ভারত) হযরত সায়্যিদুনা শাহ আলম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন হয়, উক্ত দুই আসনের নিচে উপস্থিত হলাম এবং নিজ নিজ অন্তরের দোয়া করে যখন অবসর হলাম তখন আপন পীর ও মুর্শিদ সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে আরয করলাম: হুযুর! আপনি কি দোয়া করেছেন? বললেন: "**প্রতি বছর হজ্ব নসীব হওয়ার।**"

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" **(আবু ইয়ালা)**

আমি মনে করেছিলাম তাঁর দোয়ার উদ্দেশ্য এরূপ হবে যে, যতদিন জীবিত থাকবো, হজ্বের সৌভাগ্য অর্জিত হোক। কিন্তু এই দোয়া খুবই কবুল হয়েছিলো যে, সেই বছরই হজ্বের নিয়্যত করলেন এবং মদীনার তরীতে আরোহন করার জন্য নিজের শহর মদীনাতুল ওলামা গোসী (জিলা আযম গড়, ভারত) থেকে মুম্বাই আগমন করেন। সেখানে তাঁর নিউমুনিয়া হয়ে যায় এবং পানির জাহাজে আরোহন করার পূর্বেই ১৩৬৭ হিজরী অনুযায়ী ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ ইংরেজী, যিলকাদাতুল হারামের ২য় রজনীর ১২ টা ২৬ মিনিটে ওফাত গ্রহণ করেন।

মদীনে কা মুসাফির হিন্দ সে পৌঁহচা মদীনে মে,
কদম রাখনে কি ভি নৌবত না আয়ি থি সফিনে মে।

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ আসন মোবারকের নিচে করা দোয়া কিছুটা এভাবে কবুল হলো যে, তিনি اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কিয়ামত পর্যন্ত হজ্বের সাওয়াব অর্জন করতে থাকবেন। স্বয়ং হযরত সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের যুগ প্রসিদ্ধ কিতাব **বাহারে শরীয়াত** এর ৬ষ্ট অধ্যায়ের ৫ম পৃষ্ঠায় এই হাদীসে পাক উদ্ধৃত করেন: যে হজ্বের জন্য বের হলো এবং মৃত্যুবরণ করলো তবে কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য হজ্ব সম্পাদন কারীদের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে আর যে ওমরার জন্য বের হলো এবং মৃত্যুবরণ করলো তবে তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত ওমরা সম্পাদন কারীদের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে আর যে জিহাদে গেলো এবং মৃত্যুবরণ করলো তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত গাজীর সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে। **(মুসনদে আবী ইয়ালা, ৫ম খন্ড, ৪৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৬৩২৭)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

ওফাত সনের উৎস

নিম্নে বর্ণিত আয়াতে মোবারকাটি হচ্ছে তাঁর ওফাতের সনের উৎস। **(পারা ১৪, আল হাজর, আয়াত ৪৫)**

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ

১৩৬৭ হিজরী

তাঁর মাযার মোবারক

ওফাতের পর হযরত সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দেহ মোবারক ট্রেনে করে মদীনাতুল ওলামা গোসীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর মাযার মোবারক জনসাধারণের জন্য ফয়েয বিলিয়ে যাচ্ছে।

কবর শরীফের মাটি দ্বারা আরোগ্য লাভ হলো

মদীনাতুল ওলামা গোসীর মাওলানা ফখরুদ্দীনের সম্মানিত পিতা মাওলানা নিযামুদ্দীন সাহেবের কিডনীতে পাথর হয়েছিলো। তিনি সব ধরনের চিকিৎসা করালেন কিন্তু কোন উপকার অর্জিত হলো না। অবশেষে সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নূরানী কবরের মাটি ব্যবহার করলেন, যার কারণে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তাঁর কিডনীর পাথর বের হয়ে গেলো এবং আরোগ্য লাভ করলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

দরে আমজাদ চে মাঙ্গতা কো বরাবর ভিক মিলতী হে,
গদা পৌঁহছে, তাওয়ানগর, ইয়া সুয়ালী ইলম ও হিকমত কা।

মাযার থেকে সুগন্ধি

সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে দাফন করার পর কয়েকদিন লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছিলো, তাই নূরানী কবরের উপর চাটাই বিছিয়ে দেয়া হলো। যখন ১৫ দিন পর মাযার নির্মানের জন্য সেই চাটাই সরানো হলো, তখন সুগন্ধ এমনভাবে বিচ্ছুরিত হলো যে, আশপাশের পরিবেশ সুবাসিত হয়ে গেলো। এই সুগন্ধ অনেকদিন পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হতে থাকলো।

হাকীকত মে না কিউঁ আল্লাহ্ কা মাহবুব হো জায়ে,
না খো-ইয়া ওমর ভর জিস নে কোয়ী লমহা ইবাদত কা।

ওফাতের পর সদরুশ শরীয়ার জাগ্রতাবস্থায় দীদার হয়ে গেলো!

শাহাজাদায়ে সদরুশ শরীয়া, মুহাদ্দীসে কবীর হযরত আল্লামা যিয়াউল মুস্তফা মিসবাহী مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي বলেন: সম্ভবত ১৩৯১ হিজরী বা ১৩৯২ হিজরীর ঘটনা হলো যে, দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির পর হযরত মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা হাবীবুর রহমান ইলাহাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ওরশে আমজাদীতে (সদরুশ শরীয়ার ওরশ) মদীনাতুল ওলামা গোসী তাশরীফ নিয়ে আসেন,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

(হযরত সদরুশ শরীয়ার) ওরশ শরীফের মাহফিলে ওয়াজের মাঝখানে নিজের এতোদিন অনুপস্থিতির কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (অর্থাৎ হযরত মুজাহিদে মিল্লাত) বলেন: ওরশ শরীফের আগমনে প্রতিবছর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর স্বপ্নে যিয়ারত হতে থাকে, যার পরিস্কার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, হযরত আমাকে ডাকতে চান। কিন্তু কিছু প্রয়োজনীয় ব্যস্ততা সেই মুহুর্তেই সর্বদা প্রতিবন্ধক হয়ে যেতো। এবছরও হযরত সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে স্বপ্নে অসন্তুষ্ট অবস্থায় যিয়ারত নসীব হলো। এমন লাগছিলো যে, হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমার অপেক্ষা করছিলো। এমনি সময় ওরশে আমজাদীর দাওয়াত নামাও পেয়েগিয়েছিলাম। এবার যেকোন ভাবেই উপস্থিত হতে হতো এবং হয়ে গেলাম। ওয়াজের ধারাবাহিকতা চালু ছিলো..... যে, তাঁর (অর্থাৎ হযরত মুজাহিদে মিল্লাত) হঠাৎ পবিত্র মাযারের দিকে মনোযোগী হয়ে গেলেন এবং অশ্রু সজল নয়নে কান্নারত অবস্থায় সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। মুজাহিদে মিল্লাতের ওয়াজ শেষ হওয়ার পর হযরত হাফিযে মিল্লাত মাওলানা আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ওয়াজ শুরু করলেন। ওয়াজের মাঝখানে অজান্তেই তাঁর মুখ দিয়ে এই বাক্য বের হয়ে গেলো যে, হযরত সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিঃসন্দেহে ওলী ছিলেন, তিনি এখনো ঠিক সেইভাবে জীবিত যেমনভাবে পূর্বে ছিলেন, এখনই হযরত মুজাহিদে মিল্লাত তাঁর দীদার করেছেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

এতটুকু বলতেই হযরত হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজেকে সামলিয়ে নিলেন এবং নিজের ওয়াজের মোড় ঘুড়িয়ে দিলেন। সুতরাং যারা মনোযোগী ছিলো এবং যারা হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাশফ ও কারামত এবং ওয়াজের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান ছিলো তারা বুঝে গিয়েছিলো এবং তাদের বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিলো যে, হাফিযে মিল্লাত এবং মুজাহিদে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمَا যাদের হযরত সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বিশেষ নৈকট্য অর্জিত, এই দু'জনের সেই সময় হযরত সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কপালের চোখে দীদার নসীব হলো।

কোন কেহতা হে ওলী সব মর গেয়ে, কয়েদ সে ছুটে ওহ আপনে ঘর গেয়ে।

বাহারে শরীয়াত

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পাক ভারতের মুসলমানের প্রতি অনেক অনুগ্রহ রয়েছে যে, তিনি বড় বড় আরবী কিতাবে ছড়ানো ছিটানো ফিকহী মাসয়ালাকে লিখিত আকারে একটি জায়গায় একত্র করেছেন। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সম্মুখীন হওয়া অসংখ্য মাসয়ালার বর্ণনা **"বাহারে শরীয়াত"**এ রয়েছে। এতে অগণিত মাসয়ালা এমনও রয়েছে, যা শেখা প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের জন্য ফরযে আইন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সায়াদাতুদ দারাঈন)**

বাহারে শরীয়াত লিখার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: **"উর্দু ভাষায় এখনো পর্যন্ত এমন কোন কিতাব লিখা হয়নি, যা সঠিক মাসয়ালা সম্বলিত এবং প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট।"** হানাফি মাযহাবের ফিকাহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কিতাব **"ফতোওয়ায়ে আলমগিরী"** অসংখ্য ওলামায়ে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى হযরত সায়িদুনা শায়খ নিযামুদ্দিন মোল্লা জীবন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর তত্ত্বাবধানে আরবী ভাষায় সঙ্কলন করা হয়েছে, কিন্তু উৎসর্গ হয়ে যান আমার সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রতি, যিনি ঐ কাজ উর্দু ভাষায় একা একা করে দেখিয়েছেন এবং বিভিন্ন ইসলামী কিতাব থেকে সেই মাসয়ালা খুঁজে খুঁজে বাহারে শরীয়াতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে বরং শতশত আয়াতে মোবারাকা এবং হাজারো হাদীস শরীফও বিষয় ভিত্তিকভাবে সঙ্কলন করেছেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বয়ং নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন স্বরূপ বলেন: **"যদি আওরঙ্গযেব আলমগীর এই কিতাবটি (অর্থাৎ বাহারে শরীয়াত) দেখতেন তবে আমাকে স্বর্ণ দ্বারা ওজন করতেন।"** তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো যে, এই উপমহাদেশের মুসলমান যেন নিজ ধর্মের মাসয়ালা মাসায়িল অতি সহজে শিখতে পারে, সুতরাং অপর এক জায়গায় বলেন: **"এই কিতাবে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে যে, ইবারতগুলো খুবই সহজ হোক যেন বুঝতে কষ্ট না হয় এবং যেন অল্প শিক্ষিত, মহিলা ও বাচ্চারা এর থেকে উপকার অর্জন করতে পারে।**

www.dawateislami.net

তারপরও ইলম অনেক কঠিন একটি বিষয়, এটা সম্ভব নয় যে, সাহিত্যের কঠিনত্বগুলো একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, অবশ্যই অনেক বিষয় এমনও রয়েছে যা আলিমদের কাছ থেকে বুঝে নেয়ার প্রয়োজন হবে, অন্ততপক্ষে এতটুকু উপকার তো হবেই যে, এর বর্ণনা তাদের সাবধান করবে এবং না বুঝলে, জ্ঞানীদের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার মনোভাব সৃষ্টি করবে।"

এই কিতাবটি ২৭ বছরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, মনে রাখবেন ২৭ বছরের অর্থ এই নয় যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই সাতাশ বছর শুধু এই কিতাব লিখার কাজেই ব্যস্ত ছিলেন বরং ছুটির সময় অন্যান্য কাজ থেকে সময় বের করে এই কিতাব লিখতেন, যার কারণে এটি সমাপ্ত করতে বিশেষভাবে দেরী হয়েছে। যেমন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **বাহারে শরীয়াত** এর ১৭তম অধ্যায়ের শেষে "আরযে হালে" এসম্পর্কে লিখেন: **"এটি লিখার কাজে সাধারণত এমন হয়েছে যে, রমযানুল মোবারক মাসের ছুটিতে অন্যান্য কাজ থেকে যে সময় বের হতো, তাতে কিছু লেখা লেখি করতাম।"**

বুযুর্গদের বাণী বরকতময় হয়ে থাকে

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বাহারে শরীয়াতে মাসয়ালা বর্ণনা করে অনেক স্থানে ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফের উদ্ধৃতি দিয়েছেন,

www.dawateislami.net

বরং **বাহারে শরীয়াত** ৬ষ্ঠ অংশে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর লিখিত হজ্বের বিধানাবলী সম্বলিত রিসালা **"আনওয়ারুল বাশারা"** সম্পূর্ণ অন্তর্ভূক্ত করেন এবং ভক্তি তো দেখুন যে, কোথাও শব্দের কোন তারতম্য করা হয়নি, যেন একজন ওলীয়ে কামিলের কলম থেকে বের হওয়া শব্দাবলীর বরকতও অর্জন হয়, সুতরাং লিখেন: আ'লা হযরত কিবলা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর রিসালা **"আনওয়ারুল বিশারা"** সম্পূর্ণ এখানে অন্তর্ভূক্ত করে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ বিবিধ বিষয়াবলী বরং ইবারত রিসালায় অন্তর্ভূক্ত, প্রথমত: তাবাররুক হিসেবে উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত: সেই শব্দাবলীতে যে সৌন্দর্যতা রয়েছে এই অধমের জন্য অসম্ভব ছিলো, তাই ইবারতও পরিবর্তন করা হয়নি। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা)

সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শরীয়াতের মাসয়ালা সমূহকে বাহারে শরীয়াতের ২০টি অধ্যায়ে একত্র করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করতে পারেননি এবং এসম্পর্কে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "আরযে হালে" এর বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন আর ওসিয়ত করেছিলেন যে, "যদি আমার সন্তান বা ছাত্র বা ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের কেউ এর সামান্য কয়েকটি অধ্যায় যা বাকী রয়ে গেছে তা সম্পূর্ণ করে দেন তবে আমি অনেক আনন্দিত হবো।" সুতরাং সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে এবং এর অবশিষ্ট তিনটি অধ্যায়ও প্রকাশিত হয়ে জনসম্মুখে এসে গেছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ'দী)

এই রচনার একটি গুনাবলী এটাও যে, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **বাহারে শরীয়াত** এর দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অংশ পাঠ করে যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন তা পাঠযোগ্য, সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: “اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই কিতাবটি অতি বিশুদ্ধ, সর্বজন গৃহীত, বাস্তবধর্মী মার্জিত মাসয়ালা সম্বলিত পেয়েছি, আজকাল এমন কিতাবের প্রয়োজন ছিলো যে, জন সাধারণ স্পষ্ট উর্দূতে সঠিক মাসয়ালা পাবে এবং পথভ্রষ্টতা ও ভূল পণ্য ও প্রচ্ছদ সমৃদ্ধের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না।”

জিস কে দম সে বাহারে শরীয়াত মিলি, এ্যয়সে সদরে শরীয়াত পে লাখো সালাম।

আলিম বানানোর কিতাব

মাকতাবায়ে রযবীয়ার প্রকাশিত বাহারে শরীয়াতের নতুন সংস্করণের ১২তম পৃষ্ঠায় রয়েছে: সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কলিজার টুকরো হযরত আল্লামা মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ রেযাউল মুস্তফা আযমী مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِى বলেন: সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বাহারে শরীয়াতের পাশাপাশি এই কিতাবের নাম **“আলিম বানানোর কিতাব”**ও রাখেন। যখন এই কিতাবের ১৭তম অংশ লিপিবদ্ধ হয়ে গেলো, তখন সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **বাহারে শরীয়াতের** ৬টি অংশ যেখানে প্রতিদিনকার সাধারণ মাসয়ালা রয়েছে, এই ৬টি অংশ প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে থাকা আবশ্যক, যেন আকীদা, পবিত্রতা,

www.dawateislami.net

নামায, যাকাত, রোযা এবং হজ্বের ফিকহী মাসয়ালা জন সাধারণ সহজ উর্দূ ভাষায় পড়ে জায়িয ও নাজায়িযের বিস্তারিত জানতে পারে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অন্যান্য ওলামায়ে আহলে সুন্নাতও **বাহারে শরীয়াতকে "আলিম বানানোর কিতাব"** হিসেবে স্বীকার করেছে। সুতরাং যুগের মুহাক্কিক হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আলহাজ্ব মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন রযবী مَدَّ ظِلُّه الْعَالِى (ফতোয়া বিভাগের প্রধান, দারুল উলুম আশরাফিয়া মিসবাহুল উলুম, মোবারকপুর, জিলা আযমগড়, ইউপি, ভারত) ২৮শে জুমাদিউল উলা ১৪২৯ হিজরীতে দেওয়া নিজের একটি ফতোয়ায় তথ্য দেন: "আজ আমাদের প্রচলিত নিয়মে যে ব্যক্তি আলিম, ফকীহ, মুফতী সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, এরা সেই লোক যাদের অধিক সংখ্যক মাসয়ালা হিফয থাকবে এবং ফিকহের অসংখ্য প্রয়োজনীয় অধ্যায়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি থাকবে, যেন যখনই কোন মাসয়ালার সম্মুখীন হবে তখন বুঝে যাবে যে, এর আদেশ অমুক অধ্যায়ে পাওয়া যাবে, অতঃপর তা বের করে অপরকে বুঝাবে, সহজভাবে বুঝে যাবে এবং সঠিক শরয়ী বিধান জানাবে। **বাহারে শরীয়াতকে "আলিম বানানোর কিতাব"** এই কারণেই বলা যায় যে, যে ব্যক্তি তা ভালভাবে বুঝে পড়ে নেবে এবং এর অসংখ্য মাসয়ালা মনে রাখবে তবে সে আলিম হয়ে যাবে। কেননা, সে অসংখ্য বিষয়ের হাফিয।"

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

বাহারে শরীয়াতের মতো এই মহান ইলমী সঙ্কলনকে আরো উপকারী বানানোর জন্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মজলিশ আল মদীনাতুল ইলমিয়া এর মাদানী ওলামারা উৎস-নির্ণীতকরণ, সহজ-করণ ও কোথাও কোথাও পাদটীকা লিখারও চেষ্টা করেন এবং মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত হয়ে **১ম** থেকে ৬ষ্ট এবং **১৬তম** অংশ জনসম্মুখেও এসে গেছে। প্রথম ৬টি অংশকে এক খন্ডে উপস্থাপন করা হয়েছে। **আল্লাহ্ তায়ালা দা'ওয়াতে ইসলামী**র এই খেদমতকে কবুল করুক এবং এর উপকারীতা প্রসার করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আ'লা হযরত কে কামালে ইলম কা আকসে জামিল,
মাযহারে একতায়ি ও তাহকীক ও তামকীনে রযা।
আহলে সুন্নাত কা ওয়াকার ও ইফতিখার উস কা উজুদ,
উস কি শাখসিয়্যত পে নাযাঁ হে মুহিব্বীনে রযা।

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

১৭ই জমাদিউল আখির ১৪২৯ হিজরি

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

চরিত্রের কিছু নমুনা

আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলতেন: "কেউ যদি আমার অন্তরকে দুই টুকরো করে, তবে এক টুকরোতে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ এবং অপর টুকরোতে مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ اللهِ ﷺ লিখিত পাবে।" **(সাওয়ানেহে ইমাম আহমদ রযা, ৯৬ পৃষ্ঠা, মাকতাবায়ে নূরীয়া রযবীয়া, সক্কর)** তাজেদারে আহ্লে সুন্নাত, শাহজাদায়ে আ'লা হযরত, মুফতিয়ে আযম মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর রচিত **'সামানে বখশিশে'** উল্লেখ করেছেন যে:

খোদা এক পর হো তো এক পর মুহাম্মদ, আগর কলব আপনা দু পারা করো মে।

সমসাময়িক আলিমদের মতে, তিনি বাস্তবিকই একজন **'ফানা ফির রাসূল'** তথা **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় উৎসর্গীত ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময়ই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর থাকতেন এবং কান্না করতেন। **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে পেশাদার বেয়াদবদের বেয়াদবী মূলক লিখা দেখলে তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হত। সাথে সাথে তিনি দাঁতভাঙ্গা জাওয়াবের মাধ্যমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে বেয়াদবদের লিখাকে দৃঢ়ভাবে খন্ডন করতেন। যাতে তাঁর সমুচিত জবাবে বেয়াদবরা রাগের আগুনে দগ্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বেয়াদবী মূলক উক্তি করতে থাকে।

www.dawateislami.net

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অধিকাংশ সময়ই এর উপর গর্ব করতেন যে, **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাকে এ যুগে **রহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মান সম্মান রক্ষার জন্য ঢাল স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। ঢাল প্রয়োগের পদ্ধতি এরকম ছিল, আমি বেয়াদবদের লিখার সমুচিত জবাব দিতাম এবং **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে তাদের বেয়াদবীপূর্ণ উক্তিগুলো দৃঢ়ভাবে খন্ডন করতাম, যাতে এর জবাবে বেয়াদবরা রাগান্বিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে লেখালেখী ও সমালোচনায় ব্যস্ত হয়ে যায়, আর তারা ঐ সময় পর্যন্ত **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে বেয়াদবী মূলক আচরণ থেকে বেঁচে থাকবে। তিনি তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ **"হাদায়িকে বখশিশ শরীফে"** তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

করো তেরে নাম পে জা ফিদা না বস এক জা দু জাহা ফিদা,
দু জাহা ছে ভি নেহী জি ভরা করোঁ কিয়া করোড়ো জাহা নেহী।

তিনি গরীব ও নিঃস্বদের কখনও খালি হাতে ফেরত দিতেন না। সর্বদা তিনি গরীব ও অভাবীদেরকে সহযোগীতা করতেন এবং তাদেরকে অকাতরে দান করতেন। এমনকি তিনি তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তেও তাঁর বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনকে ওসিয়ত করেন যে, "অভাবীদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবে, গরীবদের সন্তুষ্টির জন্য তাদেরকে নিজের ঘর থেকে উন্নত ও সুস্বাদু খাবার খাওয়াবে, কোন ফকীরকে কখনও কটু কথা বলবে না এবং তাদেরকে কখনও ধমক দিবে না।"

www.dawateislami.net

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অধিকাংশ সময়ই লিখনীর কাজে নিয়োজিত থাকতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় মসজিদে হাজির হতেন। সর্বদা তিনি জামাআতের সাথে নামায আদায় করতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুবই স্বল্প আহার করতেন।

মিলাদ চলাকালিন বসার ধরণ

আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মিলাদ শরীফের মাহফিলে জিকরে বিলাদত শরীফের সময় শুধুমাত্র সালাত ও সালাম পড়ার জন্য দাঁড়াতেন বাকী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আদব সহকারে দু'জানু হয়ে বসে থাকতেন। এভাবে ওয়াজ করতেন। চার, পাঁচ ঘন্টা দু'জানু হয়েই মিম্বর শরীফে বসা থাকতেন। (সাওয়ানেহে ইমাম আহমদ রযা, ১১৯ পৃষ্ঠা। হায়াতে আ'লা হযরত, ১ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা) হায়! আমরা আ'লা হযরতের গোলামদেরও যদি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা ও শুনার সময় এমনকি ইজতিমায়ে জিকর ও না'ত, সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, মাদানী মুযাকারা, দরস ও মাদানী হালকা সমূহ ইত্যাদিতে আদব সহকারে দু'জানু হয়ে বসার সৌভাগ্য নছীব হত।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে ও শোকের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ইজতিমা, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিয়ের দাওয়াতে সাওয়াব অর্জনের মাদানী ব্যবস্থাপত্র

বিয়েতে যেখানে অনেক টাকা পয়সা খরচ করা হয়, সেখানে খাবারের দাওয়াতের মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে এক একটি **"মাদানী বস্তা"** (STALL) লাগিয়ে সামর্থ্য অনুযায়ী মাদানী রিসালা, লিফলেট এবং সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট সমূহ ইত্যাদি ফ্রি বন্টন করার ব্যবস্থা করে প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন। আপনি শুধুমাত্র মাকতাবাতুল মদীনায় অর্ডার দিন। বাকী কাজ اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনেরা নিজেরাই সামলিয়ে নিবে। **আল্লাহ্ তায়ালা** আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক। جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا

নোটঃ তৃতীয় দিবসে ফাতিহাখানির অনুষ্ঠান, চেহলাম, গেয়ারভী শরীফের খাবারের দাওয়াত ইত্যাদির অনুষ্ঠানেও **ইছালে সাওয়াবের** জন্য এভাবে **"লঙ্গরে রসাইল"** এর মাদানী বস্তার ব্যবস্থা করুন। **ইছালে সাওয়াবের** জন্য নিজের মরহুম আত্মীয়দের নাম ব্যবহার করে **ফয়যানে সুন্নাত, নামাযের আহকাম** এবং অন্যান্য ছোট বড় কিতাব, রিসালা এবং লিফলেট ইত্যাদি বন্টন করতে আগ্রহী ইসলামী ভাইয়েরা মাকতাবাতুল মদীনার সাথে যোগাযোগ করুন।

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে.এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net